Rathindra Nath Jana
Mob. 9647116863 / 9614517808

* পূণগঠন কি?

কোন কোম্পানীর গঠনমূলক বা সংগঠনমূলক পরিবর্তন করা হইলে তাহাকে পুনর্গঠন বলা হয়। অনেক সময় পুঁজির পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে অথবা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইলে বা কোন কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে সেই কোম্পানীর পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পুনর্গঠন দুইপ্রকার হয়— (1) **বাহ্যিক পুনর্গঠন (External Reconstruction),** (2) আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction)। বাহ্যিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি নূতন কোম্পানী গঠিত হয় এবং পুরাতন কোম্পানীর ব্যবসায় চুক্তি সম্মত মূল্যে ক্রয় করে। আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন বলিতে কেবলমাত্র পুঁজির পরিবর্তনকে বুঝায়। এই পরিবর্তন দুইভাবে সাধিত হয় : **(1) পুঁজির পরিবর্তন (Alteration of Capital), (2) পুঁজির হ্রাস (Reduction of Capital)**।

পুঁজির পরিবর্তন বলিতে বুঝায় : (1) শেয়ারের স্টকে পরিবর্তন। (2) পুঁজি বৃদ্ধি। (3) অবিলিকৃত শেয়ার নাকচ করিয়া পুঁজি হ্রাস। (4) স্বল্প মূল্যের শেয়ারকে একত্রিত করিয়া বেশী মূল্যে পরিবর্তন অথবা বেশী মূল্যের শেয়ারকে উপরিভক্ত করিয়া স্বল্পমূল্যের শেয়ারে পরিবর্তন প্রভৃতি।

*** টীকা লিখ:- পুঁজিহ্রাস** কোম্পানী আইনের 100 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে যদি কোন কোম্পানীর দাম শেয়ারের দ্বারা সীমিত হয় এবং পৃথক শেয়ার পুঁজি থাকে তাহা হইলে ঐ কোম্পানীর শেয়ার পুঁজি হ্রাস করিতে হইলে পরিমেল নিয়মাবলীতে পুঁজি হ্রাস সংক্রান্ত বিধান থাকিতে হইবে এবং এই মর্মে কোম্পানীর বিশেষ সিদ্ধান্ত ও আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হইবে। পুঁজি হ্রাস নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে করা হয় :

(1) শেয়ার বাবদ দায়ের পরিমাণকে বাতিল করিবার বা কমাইবার জন্য। (2) আদায়ীকৃত পুঁজির যে অংশ বিনষ্ট হইয়াছে এবং যাহার দরুন কোন সম্পত্তি বর্তমান নাই তাহা বাতিল করিবার জন্য। (3) কোম্পানীর প্রয়োজনাতিরিক্ত শেয়ার পুঁজি শেয়ারহোল্ডারগণকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য। কোম্পানীর নিকট হইতে পুঁজি হ্রাসের আবেদন পাওয়ার পর যে সকল পাওনাদার এই পুঁজি হ্রাসে আপত্তি জানাইতে সক্ষম আদালত তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। পুঁজি হ্রাসে ঐসকল পাওনাদারদের সম্মতির প্রয়োজন অথবা উহাদের পাওনা মেটানো প্রয়োজন বা পাওনার জন্য উপযুক্ত জামিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে কোম্পানীর পুঁজি হ্রাস করা হয় আদালত উক্ত কোম্পানীর নামের শেষে 'এবং পুঁজি হ্রাস করা হইল' (and reduced) কথাটি লিখিতে নির্দেশ দিতে পারেন। যদি কোম্পানীর আদায়ীকৃত পুঁজি অনুমোদিত পুঁজির সমান হয় তাহা হইলে পুঁজি হ্রাসের সময় পরিমেলবন্ধে উল্লিখিত পুঁজির পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। পুঁজি হ্রাস সম্পর্কিত আদালতের অনুমোদন এবং কোম্পানীর বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট নথিবদ্ধ করিতে হইবে। রেজিস্ট্রার ঐসকল প্রতিলিপি নথিবদ্ধ করিয়া আইনসিদ্ধভাবে পুঁজি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। কোম্পানীর আইনে 100 নং ধারায় উল্লিখিত পুঁজি হ্রাস সম্পর্কিত বিধানসমূহ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(1) যেক্ষেত্রে শেয়ার বাবদ অর্থ অনাদায়ী হওয়ার ফলে কোম্পানী ঐ অনাদায়ী শেয়ার বাজেয়াপ্ত করে। এই প্রকার শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের ফলে যে পুঁজি হ্রাস হয় উহার জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হয় না। (2) প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারী শেয়ার প্রত্যর্পণের ফলে শেয়ার পুঁজির পরিমাণ হ্রাস পাইলে উহার জন্য আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

বাহ্যিক পুনর্গঠনের হিসাবলিখন পদ্ধতি : যেহেতু বাহ্যিক পুনর্গঠনের সময় একটি নূতন কোম্পানী গঠিত হয় এবং পুরাতন কোম্পানীর অবসান ঘটে সেইহেতু কোম্পানীর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এই ক্ষেত্রেও তাহা অনুসরণ করিতে হয়। যে কোম্পানীর অবসান ঘটে তাহার ক্ষেত্রে বিক্রেতাকোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দাখিলাসমূহ প্রদান করিতে হইবে এবং নূতন কোম্পানীর ক্ষেত্রে ক্রেতাকোম্পানীর জন্য প্রয়োজনীয় দাখিলাসমূহ প্রদান করিতে হইবে।

Scanned with CamScanner

* পুঁজিহ্রাসের কারন গুলি কি ?

বলা হয়। নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে কোম্পানীর শেয়ার-পুঁজি হ্রাস করা হয় ঃ

(1) যদি শেয়ারের মূল্যের অ-তলবী (uncalled) অংশের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের দায় হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় ;

(2) আদায়ী পুঁজির কোন অংশ যদি বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে বা যদি কোন অংশের জন্য সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে সেক্ষেত্রে উহা বিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে ; এবং

(3) যদি কোম্পানীর আদায়ীকৃত শেয়ার-পুঁজির (Subscribed Capital) প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত অংশ শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

* কোম্পানির পুঁজিহ্রাসের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি কি? —কোম্পানী আইনের 100—105 ধারায় উল্লিখিত শেয়ার-পুঁজি-হ্রাস-সংক্রান্ত বিধান অনুসারে কোন কোম্পানীকে উহার শেয়ার-পুঁজি হ্রাস করিবার কালে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে ঃ

(1) কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে (Articles) পুঁজি-হ্রাস সংক্রান্ত বিধান থাকিতে হইবে ;

(2) একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা উহা শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় পাশ করিতে হইবে ;

(3) আদালতের নিকট হইতে এই মর্মে অনুমোদন লইতে হইবে ;

(4) প্রয়োজনসাপেক্ষে পরিমেলবন্ধে শেয়ার-সংক্রান্ত বিধানের পরিবর্তন করিতে হইবে।

Scanned with CamScanner

* আভ্যন্তরীন পুর্ণগঠন ও ব্যহিক পূর্ণগঠন এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর?

-অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন এবং বাহ্যিক পুনর্গঠন-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ

(1) অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন কোন একটি নির্দিষ্ট কোম্পানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বাহ্যিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চালু কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং নূতন একটি কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে।

(2) অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণের মালিকানায় কোন পরিবর্তন ঘটে না ; পক্ষান্তরে বাহ্যিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চালু কোম্পানীর শেয়ারগুলি নূতন কোম্পানীর শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

(3) অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর মূল নামের কোন পরিবর্তন ঘটে না, শুধু নামের শেষে আদালতের আদেশ সাপেক্ষে '*And Reduced*' শব্দটি ব্যবহার করিতে হয়। বাহ্যিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর মূল নামের পরিবর্তন ঘটে।

*ব্যহিক পূর্নগঠনের তুলনায় আভ্যন্তরীন পূর্নগঠনের সুবিধা কি?

-বাহ্যিক পুনর্গঠনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রধান সুবিধা হইল এই যে, অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আয়করের হিসাবের সময় পরবর্তী বৎসরগুলিতে মুনাফা অর্জিত হইলে পূর্ববর্তী বৎসরের ক্ষতি উহা হইতে বাদ দেওয়া চলে। বাহ্যিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পূর্বের কোম্পানীটির আইনতঃ বিলুপ্তি ঘটে বলিয়া এই প্রকার ক্ষতিকে পরবর্তী বৎসরগুলিতে জের টানিয়া দেখানো যায় না।

* আদালতের অণুমোদন ছাড়া অন্যয়ে সমস্ত কারনে পুঁজিহ্রাস ঘটে তা আলেচনা কর।

-আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষে যে শেয়ার-পুঁজির হ্রাস সংঘটিত করা যায় তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে আদালতের অনুমোদন ব্যতীতই শেয়ার-পুঁজি হ্রাস করা হইয়া থাকে। নিম্নে এই সকল ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করা হইল ঃ

(ক) কোন শেয়ারহোল্ডার তাহার শেয়ারের তলবী অর্থ (call money) পরিশোধ না করিলে এবং কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বিধান থাকিলে কোম্পানী সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের অধিকৃত শেয়ার বাজেয়াপ্ত (forfeit) করিতে পারে। ফলে পুঁজি হ্রাস পায়। কিন্তু ইহার জন্য আদালতের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

(খ) কোম্পানী আইনের 80 ধারায় উল্লিখিত আছে যে, যদি কোন কোম্পানীর প্রত্যর্পণ-যোগ্য প্রেফারেন্স শেয়ার (Redeemable Preference Share) থাকে, তবে ঐ শেয়ারের মূল্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়। এইরূপ পরিশোধের দ্বারা শেয়ার-পুঁজির হ্রাস ঘটিলেও আদালতের অনুমোদন ব্যতীতই ইহা করা যায়।

(গ) শেয়ারহোল্ডারগণের সাধারণ সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের তারিখে যে শেয়ারগুলি অবিক্রীত রহিয়াছে বা যে শেয়ারগুলি ক্রয় করিবার জন্য ক্রেতার সহিত কোন চুক্তি সংঘটিত হয় নাই, কোম্পানী সেই সকল শেয়ার বাতিল করিতে পারিবে ; ইহার জন্য আদালতের

Scanned with CamScanner